প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের

জাতিসংঘ অধিকার সনদ

সনদ কী?

সনদ এমন একটি দলিল যা সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ একত্রে মিলে তৈরি করে। এই সনদে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির বিভিন্ন অধিকার সম্পর্কে ৫০টি ধারা রয়েছে। যা অন্যান্যদের ন্যায় প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমঅধিকার নিশ্চিতে শরীক রাষ্ট্রসমূহের করণীয় নিশ্চিত করে।

জাতিসংঘ কী?

জাতিসংঘ বিশ্বের ১৯৩টি দেশ নিয়ে গঠিত। এই দেশগুলো বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা, বন্ধুত্ব স্থাপন এবং মানুষের জীবন, বিশেষ করে প্রতিবন্ধী শিশুদের জীবনের উন্নতির জন্য একসঙ্গে কাজ করে।

অধিকার বলতে কী বোঝায়?

প্রতিবন্ধী শিশুসহ সকল শিশুর সমঅধিকার রয়েছে। সকল অধিকারই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- প্রতিবন্ধী শিশুদের স্কুলে যাওয়ার, সুস্থ থাকার, বড় হলে কাজ করার, সুখী জীবন যাপন, এছাড়াও সনদে বর্ণিত অন্যান্য অধিকার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। সনদটি নিশ্চিত করে যে শরীক রাষ্ট্রসমূহ এই অধিকারগুলো সমুন্নত রাখবে।

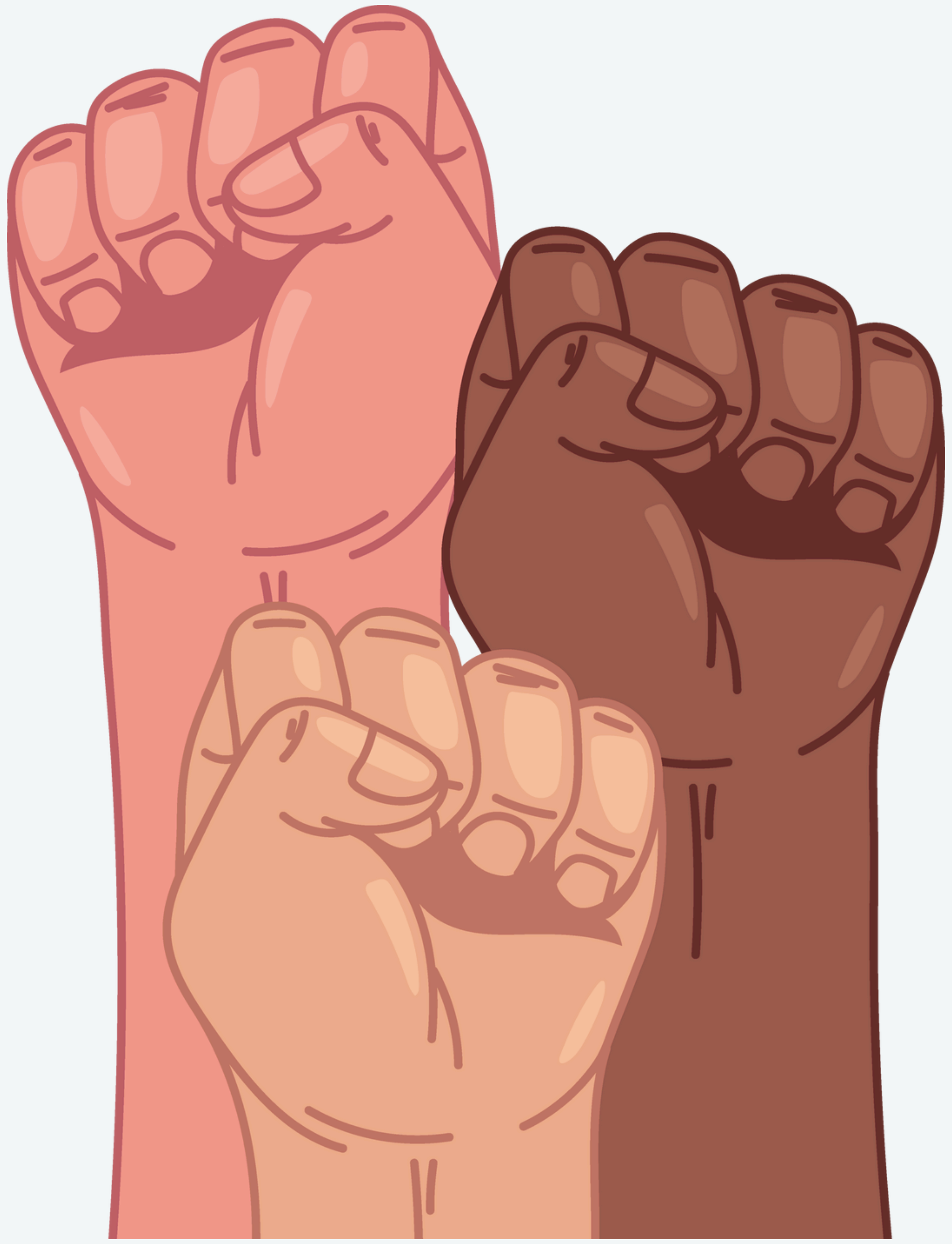

প্রতিবন্ধিতা বলতে কী বোঝায়?

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গ হলেন তারা, যাদের দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত বা ইন্দ্রিয়গত অসুবিধা রয়েছে, যা নানান প্রতিবন্ধকতার সাথে মিলেমিশে সমাজে অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে তাদের পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণে বিঘ্ন ঘটায়।

সংজ্ঞায়ন (ধারা-২)

যোগাযোগ

যোগাযোগ এমন একটি মাধ্যম, যা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে তথ্য বুঝতে সাহায্য করে। যেমন: ব্রেইল, স্পর্শ ভাষা, কম্পিউটারভিত্তিক বহুমাত্রিক মাধ্যম, বড় আকারে মুদ্রিত লেখা, বিভিন্ন সহায়ক ও বিকল্প মাধ্যম।

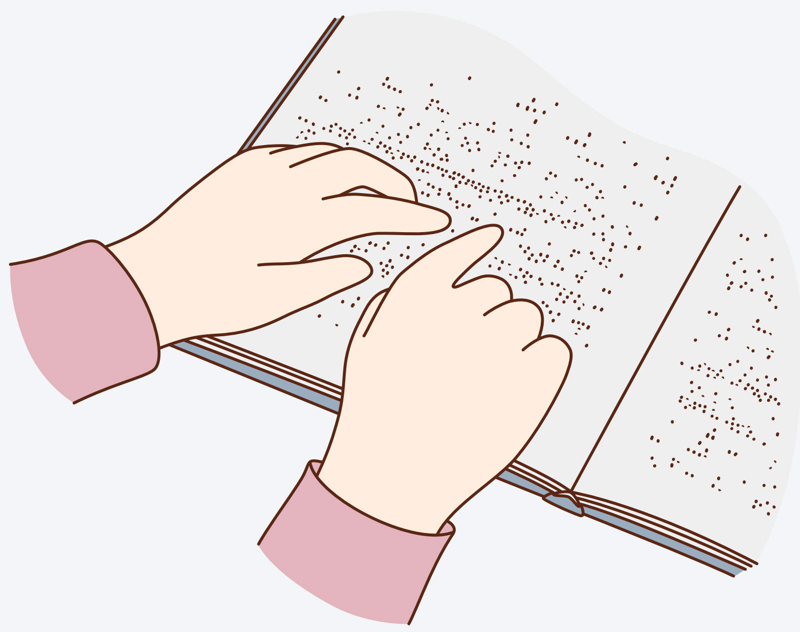

ব্রেইল

স্পর্শ ভাষা

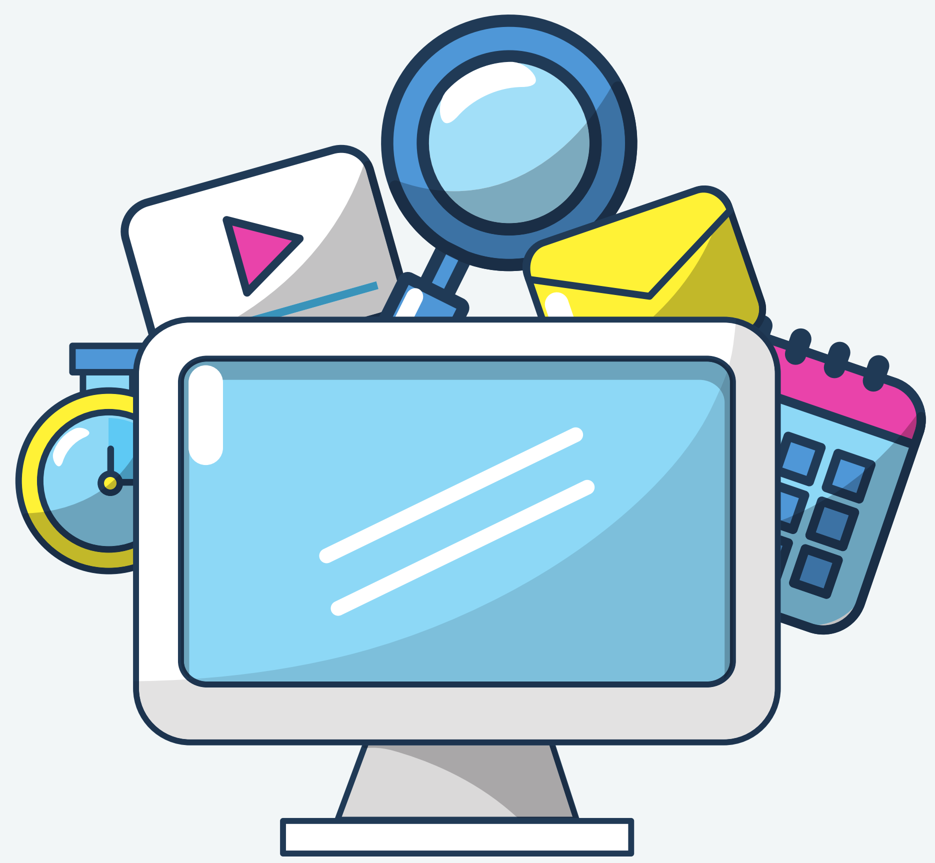

কম্পিউটারভিত্তিক বহুমাত্রিক মাধ্যম

সংজ্ঞায়ন (ধারা-২)

ভাষা

ভাষা বলতে মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমকে বোঝায়। যেমন: বাচনিক, ইশারা ভাষা ও অন্যান্য অবাচনিক ভাষা।

বৈষম্য

প্রতিবন্ধী হওয়ার কারণে যখন একজন ব্যক্তি অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির মতো সকল প্রকার আর্থ, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার, মৌল-মানবাধিকার উপভোগ বা অনুশীলনে বাধাগ্রস্ত বা বঞ্চিত হোন, তখন তাকে বৈষম্য বলে।

সমঅধিকার

ব্যক্তির চিরন্তন মর্যাদা, স্বীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতাসহ স্বাধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

বৈষম্যহীনতা।

সমঅধিকার

অপ্রতিবন্ধী ব্যক্তির মতো প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরও পূর্ণ সামাজিক অংশগ্রহণ এবং অন্তর্ভুক্তির অধিকার রয়েছে।

ভিন্নতার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রতিবন্ধিতাকে মানব বৈচিত্র্য ও মানবতার অংশ হিসেবে গ্রহণ করা।

সমঅধিকার

সুযোগের সমতা।

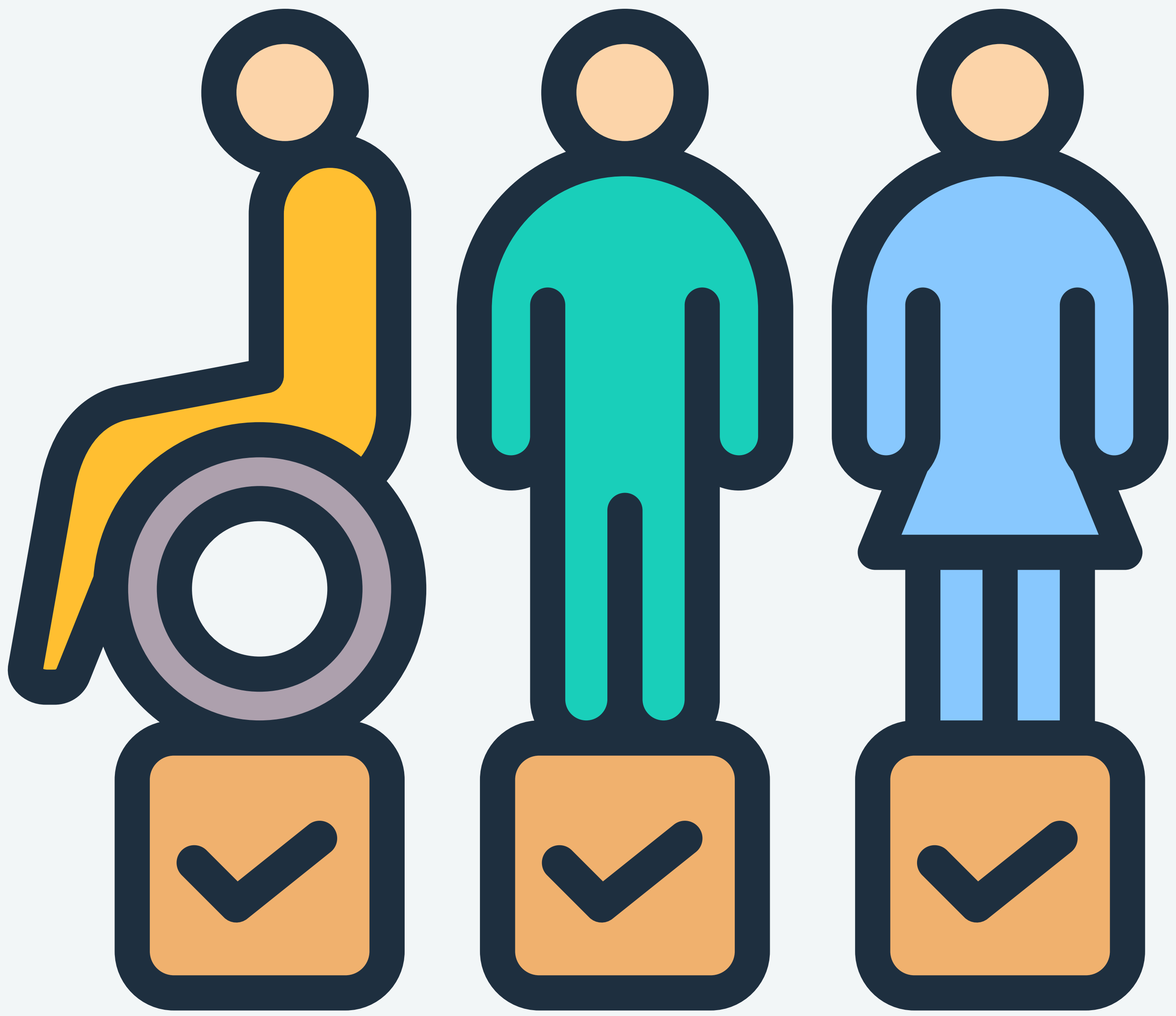

সুযোগ- সুবিধা ও অন্যান্য পরিষেবা প্রাপ্তিতে অর্থাৎ অভিগম্যতায় সমতা।

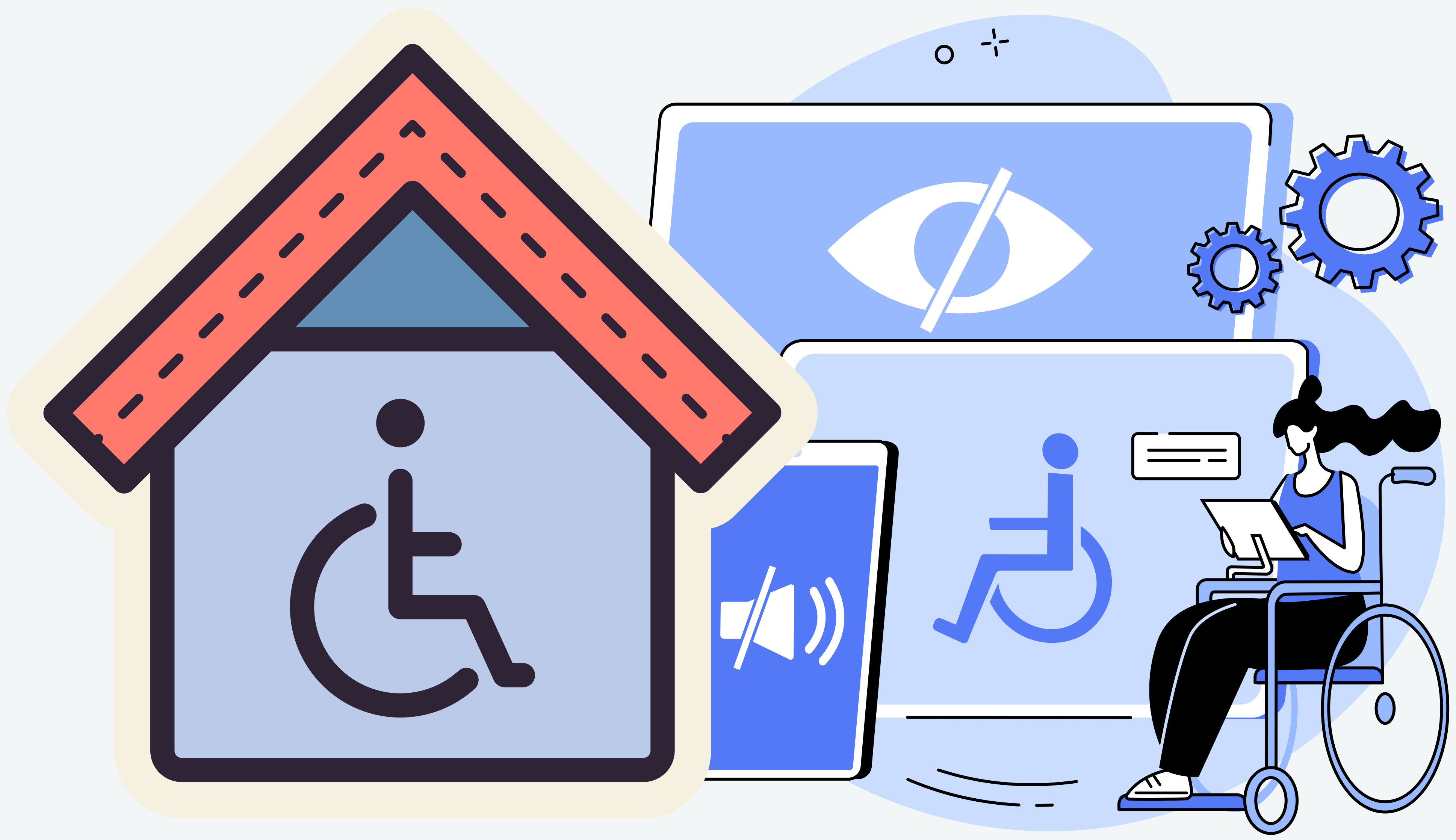

সমঅধিকার

নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ লাভের অধিকার ।

প্রতিবন্ধী শিশু ও তার প্রতিবন্ধীতাকে সম্মান করা।

ধারা ৬ : প্রতিবন্ধী কন্যাশিশু ও নারী

শরীক রাষ্ট্রসমূহ স্বীকার করে যে, প্রতিবন্ধী কন্যাশিশু ও নারীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহুমুখী বৈষম্যের স্বীকার হয়ে থাকে।

ছেলে শিশু ও পুরুষের মতো তাদের পূর্ণ, স্বাধীন ও সম অধিকার নিশ্চিতে শরীক রাষ্ট্রসমূহ কাজ করবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

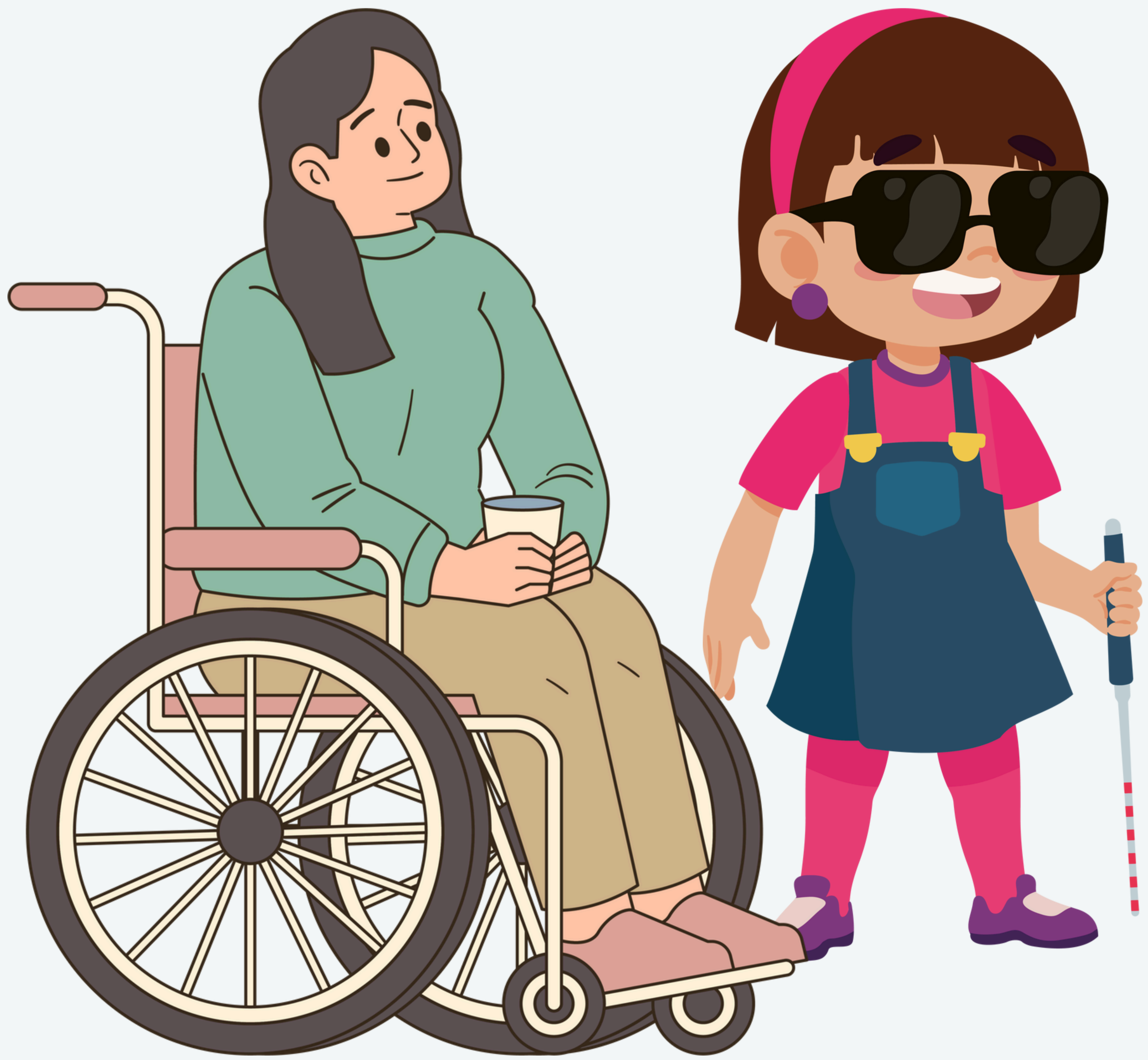

ধারা ৭: প্রতিবন্ধী শিশু

প্রতিবন্ধী শিশুদেরও অন্যান্য সব শিশুর মতো সমান অধিকার রয়েছে।

শরীক রাষ্ট্রসমূহ প্রতিবন্ধী শিশুদের স্বীয় স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার নিশ্চিত করবে।

অন্যান্য শিশুদের সাথে সমতার ভিত্তিতে বয়স ও পরিপক্কতা অনুসারে তাদের মতামতের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দেবে এবং এই অধিকার নিশ্চিত করার জন্য তাদেরকে প্রতিবন্ধিতা ও বয়স অনুযায়ী উপযুক্ত সহায়তা দেবে।

স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরাও ব্যক্তি হিসেবে তাদের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার অধিকার ভোগ করবে। কাউকেই নির্যাতন বা নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা বা মর্যাদাহানিকর আচরণ, চিকিৎসা অথবা শাস্তি প্রদান করা যাবে না।

এ ধরনের আচরণ বা শাস্তি প্রতিরোধ করার জন্য শরীক রাষ্ট্রসমূহ অন্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে সব ধরনের কার্যকর (আইনগত, প্রশাসনিক, বিচার বিভাগীয় অথবা অন্যান্য প্রয়োজনীয়) ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

স্বাধীনতা, নিরাপত্তা ও সুরক্ষা

ধারা ১৬: শোষণ, সহিংসতা ও নির্যাতন থেকে মুক্তি।

ধারা ১৭: ব্যক্তি স্বাতন্ত্রের সুরক্ষা।

চলাফেরা ও স্বাধীন বসবাস

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাধীনভাবে জীবনযাপন ও চলাফেরা করার অধিকার রয়েছে। তারা কী করতে চান তা নিজে বেছে নেওয়ার অধিকার রাখেন। শরীক রাষ্ট্রসমূহ অন্যান্যদের সাথে সমতার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাধীন জীবনযাপন ও চলাফেরার অধিকার নিশ্চিত করবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

চলাফেরা ও স্বাধীন বসবাস

ধারা ১৯: স্বাধীনভাবে বসবাস এবং সমাজে একীভূত হওয়ার অধিকার।

ধারা ২০: ব্যক্তির চলাচলের অধিকার।

পরিবার

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পরিবারের সঙ্গে বসবাস এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তোলার অধিকার রয়েছে। প্রতিবন্ধী শিশুদের পরিবারের সঙ্গে থাকার অধিকার রয়েছে। শরীক রাষ্ট্রসমূহ তাদের এই অধিকার নিশ্চিত করবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

পরিবার

ধারা ২৩: গৃহ ও পরিবারের অধিকারের কথা বলা হয়েছে।

ধারা ২৪: শিক্ষা

অন্যান্য শিশুর মতো প্রতিবন্ধী শিশুদেরও স্কুলে যাওয়া ও শেখার অধিকার রয়েছে। অভিভাবক, শিক্ষক ও সবার উচিত শিশুদের শিক্ষার উপযোগী ভাষা এবং পদ্ধতি ব্যবহার করে তাকে শিখতে সহায়তা করা।

ধারা ২৫: স্বাস্থ্য

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরও সুস্থ থাকার এবং চিকিৎসা সেবা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। অভিভাবক, চিকিৎসক ও সবার উচিত শিশুদের সুস্থ থাকতে সাহায্য করা।

আনন্দ, বিনোদন, অবকাশ ও খেলাধুলা

ধারা ৩০: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সবার মতো খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক জীবন এবং বিনোদন উপভোগ করার অধিকার রয়েছে। প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য বই, প্রদর্শনী, জাদুঘর, সিনেমা ও খেলাধুলা অভিগম্য হতে হবে।

sense international

Centre for Disability in Development

Bringing hope, dignity and meaning to life